



প্লাস্টার বাড়ির আস্তরণের পাশাপাশি বাড়ির দেয়ালকে এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। প্লাস্টার করার পর কাঠামো মজবুত ও মসৃণ হয় এবং আবহাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কাঠামোকে রক্ষা করে। তাই এর উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার।

### প্লাস্টার করার নিয়মাবলীঃ

প্লাস্টার করার পূর্বে আর.সি.সি আর ব্রিকের সারফেস ভাল করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিজাতে হবে।

- ▶ আর.সি.সির সারফেসে চিপিং করে গ্রাউটিং দিতে হবে।
- ▶ ইটের গাঁথুনির কাজের সময় জয়েন্ট ১/২ ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ত চেছে পরিষ্কার করতে হবে।
- ▶ পুরুত্ব ঠিক রাখার জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্রিক ওয়ালে ৩/৪ ইঞ্চি ও আর.সি.সি সারফেসে ১/২ ইঞ্চি পুরুত্বে প্লাস্টার করতে হবে।
- ▶ প্লাস্টারের পুরুত্ব বেশি হলে তা দুই স্তরে করতে হবে।
- ▶ কোন অবস্থাতেই প্লাস্টারে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা শুকিয়ে যাওয়া মশলা ব্যবহার করা যাবে না।
- ▶ প্লাস্টার করার ২৪ ঘন্টা পর কমপক্ষে ৭ দিন দিনে ৩-৪ বার করে কিউরিং করতে হবে।
- ▶ মিস্ত্রী যেন সারাদিন কাজের জন্য একবারে একসাথে মসলা তৈরি না করে সেই খেয়াল রাখতে হবে।

প্লাস্টার কাজে বালি ও সিমেন্টের অনুপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



### প্রচলিত মশলার অনুপাতঃ

- ▶ রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের কাজ প্লাস্টারের জন্য সাধারণত ১ ভাগ সিমেন্ট ও ৪ ভাগ বালি মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়।
- ▶ ২বা ৩ ভাগ বালুর সাথে ১ ভাগ সিমেন্ট মিশিয়ে পয়েন্টিং এর মশলা তৈরি করা হয়।